এলজিইডি'র আগামী দিনের পরিকল্পনা

গামীতে দেশের গ্রামসমূহে নাগরিক সুবিধা আরও প্রসারণ করা হবে। দেশের গ্রামসমূহের প্রাকৃতিক জ পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে, শহরের সাথে যোগাযোগ জতর এবং গতিশীল করা হবে। হাটবাজার, নিয়ন, উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়কসমূহ প্রসারিত করে ডাবল লেন করা হবে। শহরের থ গ্রামের সংযোগ সড়কসমূহ যানজটমুক্ত ও প্রশস্ত া হবে। এতে মানুষ গ্রামে থেকে সহজেই শহরে রি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে।

মর নদীসমূহের নাব্য অক্ষুণ্ন রেখে প্রয়োজনীয় ছ/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। কোনো গ্রাম সেতুর াবে পশ্চাৎপদ থাকবে না। বিদ্যালয়গামী কোনো কে ঝুঁকি নিয়ে সাঁকো পার হতে হবে না।

াণ নৌপথসমূহ খনন করে সচল করা হবে। এতে পণ্যের পরিবহন ব্যয় কমে আসবে। সড়ক পথের াপাশি নৌপথও ব্যবহার করা যাবে। এ সকল পথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘাটও নির্মাণ করা হবে। অঞ্চলের খালগুলো খনন করে সচল নদী হের সাথে যুক্ত করা হবে।

সকল গ্রামীণ হাট-বাজার পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করা হবে। ব্যস্ত এবং বর্ধনশীল বাজারগুলোতে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। হাট-বাজারগুলোতে পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুপরিসর সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হবে যাতে দুর্যোগকালীন মানুষের পাশাপাশি গবাদিপশু এবং অন্যান্য সম্পদেরও স্থান সংকুলান হয়।

দেশের শহরগুলো উন্নত বিশ্বের আধুনিক শহরের আদলে গড়ে তোলা হবে। নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত পার্ক, শিশুদের খেলার মাঠ, জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেনেজ, যানজট দূরীকরণে প্রশস্ত সড়কসহ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। নগরগুলোর সেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

এভাবেই ক্রমশ উন্নত দেশের পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।